মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd February, 2025

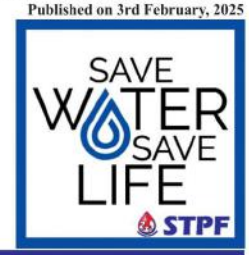

February, 2025 Volume-X, Issue-XII | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

শক্তিশালী অর্থনীতি

নয়াদিল্লি- কনসার্ট আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ডাক দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কনসার্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই দেশে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশে সংস্কৃতির ভাল চলন আছে। ফলে কনসার্ট থেকে একটা বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে যেতে পারে।

প্রকল্প নিশ্চিত করতে

নয়াদিল্লি- রাজ্যগুলিকে সমস্ত শ্রমিকের জন্য বিমা, স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা সহ যাবতীয় সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে রাজ্যগুলো যাতে এসব ব্যাপারে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

পদপিষ্ট

তিরুপতি- তিরুপতি মন্দিরে ৮ জানুয়ারি টোকেন সংগ্রহ করা নিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষ দর্শীদের মতে, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য

নয়াদিল্লি- আর্থিক অবস্থার বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তালিকার নিচের দিকে। এখবর জানিয়েছে নীতি আয়োগ। আয়োগের মতে, রাজ্যকে রাজস্ব, পরিকাঠামোর বিষয়ে অধিক নজর দিতে হবে।

জালে অফিসার

নয়াদিল্লি- দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের জালে এবার খোদ সিবিআই অফিসার। শুল্ক দফতরের এক অফিসারকে দুর্নীতি মামলা থেকে রক্ষা করতে ওই সিবিআই অফিসার ২০ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি মুম্বইয়ের।

দুধের দাম কমল

নয়াদিল্লি- সারা দেশে দুধের দাম লিটারে এক টাকা কমাল আমুল। শুধুমাত্র ১ লিটারের প্যাকেটে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

এক পলকে রাজ্য

খাদ্যমন্ত্রীর জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রায় ১৫ মাস হাজতবাসের পর রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে ইডির মামলায় ১৫ জানুয়ারি জামিন পেলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বালু)। তাঁকে রেশন দুর্নীতির মূল চক্রী বলে দাবি করেন ইডির কৌঁসুলিরা।

হেলে পড়ার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাঘাযতীন বিদ্যাসাগর পল্লী, নারায়নপুর এরপর সল্টলেক ৩ নং ওয়ার্ডে একের পর এক বাড়ি হেলে পড়েছে। প্রথম দুটির ক্ষেত্রে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে।

তদন্তে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি- মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু এবং চারজনের অসুস্থতার ঘটনায় তদন্ত করবে সিআইডি। পাঁচ প্রসূতির অস্ত্রোপচার হয়েছিল ৮ ও ৯ জানুয়ারি। রাজ্যে প্রসূতির মৃত্যুতে কিছু ওষুধের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ভর্ৎসনার জের

নিজস্ব প্রতিনিধি- মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার পর বক্সার জঙ্গলে পর্যটকদের প্রবেশের জন্য যে মূল্য দিতে হত, সেটা রদ হল। বনদফতরের অধীনে সমস্ত বন, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ মূল্য তুলে নেওয়া হচ্ছে।

অসঙ্গতি বহু, উত্তর অমিল

নিজস্ব প্রতিনিধি- আর জি কর কাণ্ডে শিয়ালদহ আদালতের রায়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সেইসব অসঙ্গতির উত্তর খুঁজছেন অনেকে। সকলেরই বক্তব্য, এই সমস্ত অসঙ্গতি দূর করা উচিত ছিল সিবিআই-এর। সিবিআই-এর এই ঘটনায় তদন্তের গতি প্রকৃতি দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

জিবিএস-এ মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি- বারাসত, আমডাঙ্গা ও জগদ্দলে গিয়ান ব্যারে সিনড্রোমে (জিবিএস) মৃত্যু হল তিন জনের। রাজ্যে ভর্তি অনেকে। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে।

অগ্নিকাণ্ড-পদপিষ্ঠ হয়ে তীর্থেই মৃত্যু পুণ্যার্থীদের

কুম্ভে আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (ইনসেটে) মহাকুম্ভে মানুষের ঢল

প্রয়াগরাজ- সারা দেশ জুড়ে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পুণ্য অর্জন করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যাপক মার্কেটিং করা হয়েছিল। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে ভারতের মতো দেশে সব কাজই করা সম্ভব। প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে এখন কোটি কোটি লোকের মেলা। প্রথমে কুম্ভমেলার স্থানে সিলিন্ডার ফেটে শুরু হল ঘটনার সূত্রপাত। রাজ্য প্রশাসন খুবই তৎপর যাতে কুম্ভমেলার কোন দুর্ঘটনার খবর বাইরে বেশি প্রচার না হয়। অগ্নিকাণ্ডে অনেক তাঁবু পুড়ে গেছে কিন্তু হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায় নি। এবার ২৮ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে শাহি স্নান করতে সাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোটি কোটি লোক জড় হন। ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড ভেঙ্গে মানুষের ঢল এগিয়ে যায় সামনের দিকে। পদপিষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে পুণ্যার্থীদের। সরকারিভাবে সংখ্যাটা ৩০ বলা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে নামানো হয়েছে কাজে। মেলা স্থলে হেলিকপ্টার নজরদারি চালাচ্ছে। মর্গের সামনে বহু লোকের ভিড় জমেছে। তাঁরা জানতে চাইছে তাঁদের প্রিয়জনের খোঁজ। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘন ঘন ফোন করে খবর নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অবস্থা এখন নিয়ন্ত্রণে।

প্রতিযোগিতার অঙ্গন মিলে গেল মিলন মেলায়

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অঙ্কন ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবছরও অভাবিত সাফল্য। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সারা বাংলা বসে আঁকো এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ১৯ জানুয়ারি, রবিবার এই মেগা অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল শান্তি ঘোষ স্ট্রিট শিশু উদ্যানে। দুটি পর্যায়ে মোট প্রতিযোগিতার সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে ছিল 'নিউ ফোক এরা'-র অনবদ্য উপস্থাপনা 'মনের টানে,মাটির গানে।' একেবারে অন্তে ছিল পুরস্কার প্রদান। এই প্রতিযোগিতা অন্যান্য প্রতিযোগিতা থেকে একটু স্বতন্ত্র। কারণ স্বাভাবিক প্রতিযোগীসহ বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েরা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা এবং পথ শিশুদের জন্য পৃথক বিভাগ থাকে।

এই প্রতিযোগিতায় অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, শ্যামবাজার শাখা, বরোদা ব্যাঙ্ক, শ্যামবাজার শাখা এবং কানাডা ব্যাঙ্ক, শ্যামবাজার শাখা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। আবৃত্তির বিচারপতিরা হলেন দেবব্রত সরকার, বরুণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পবিত্র কুমার সাহা এবং সঞ্জীব আচার্য্য। প্রতিযোগিতা পর্ব সমাপ্ত হলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'নিউ ফোক এরা'র শিল্পী পার্থ চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গীরা মিলে নিবেদন করেন 'মনের টানে মাটির গানে'-র অনুষ্ঠান। সবশেষে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণ দেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এই বর্ণময় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অ্যালোডিনিয়া, ব্যবস্থা না নিলে সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ হতে পারে

সঞ্জীব আচার্য্য- অ্যালোডিনিয়া একটি বিশেষ ধরনের স্নায়ুর ব্যথা। একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, যে এটি সারা বিশ্বের 6.9% থেকে 10% মানুষকে প্রভাবিত করে। অ্যালোডিনিয়া প্রধানত তিন প্রকার, (ক) ডায়নামিক অ্যালোডিনিয়া যখন একটি ত্বকের উপর দিয়ে চলা বস্তুর কারণে ব্যথা হয়, (খ) স্পর্শকাতর অ্যালোডিনিয়া যখন ত্বকে মৃদু স্পর্শ বা চাপের ফলে ব্যথা হয় এবং (গ) তাপীয় অ্যালোডিনিয়া যখন তাপমাত্রার হালকা পরিবর্তনের কারণে ব্যথা হয়, অর্থাৎ ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় সংবেদনশীলতা ঘটে যখন একটি স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্নায়ুগুলি অতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এর ফলে স্নায়ুর প্রান্তগুলি উচ্চ পরিমাণে নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণ করে।

রোগ নির্ণয়ঃ

একজনের ব্যথা স্কেলে পরীক্ষা করে ব্যথার তীব্রতা নির্ণয় করতে হয়। স্কেলটিতে শূন্য থেকে দশম পর্যন্ত পয়েন্ট রয়েছে যার মধ্যে ১০ পয়েন্টটি সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

এখানে - ওখানে

১৫ পল্লীর থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

১৫ পল্লীর স্বাস্থ্য শিবিরে সম্পাদকের সঙ্গে সংগঠনের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- ১৫ পল্লীর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সঙ্গে স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ছেলেমেয়েরা। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে নিখরচায় ইসিজি, ইএমডি, ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি পরিষেবাও দেওয়া হয়েছে সকলকে। ১৫ পল্লীর রক্তদান উৎসবও ছিল এদিন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং উল্টোডাঙ্গা প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরটি করার পেছনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সংগঠনের প্রবীণ সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা আইচ সহ সমস্ত শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী এবং স্কুলের ছাত্রীরা।

ড্রিম অ্যালাইভের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- চলে যাওয়া বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ দেশবন্ধু পার্কের পাশে ড্রিম অ্যালাইভের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া

প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। সংগঠনের পক্ষ থেকে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সোনাই সরকার, বিবেকানন্দ ঘোষ এবং কণিকা বিশ্বাস। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি মনোজ্ঞ ক্যুইজও অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজে অংশগ্রহণ করেন শিবিরে উপস্থিত সকলে।

বিজ্ঞানমেলায় স্টল

নিজস্ব প্রতিনিধি- উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য স্টল চালু করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই মেলা চলেছে ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। স্টলে আগত দর্শকদের জন্য নিখরচায় প্রাথমিক চিকিৎসা, রক্তচাপ মাপা, সুগার টেস্ট, অক্সিজেন স্যাচুরেশন টেস্ট প্রভৃতি করার সুবন্দোবস্ত ছিল।

সবুজ সংঘের র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি- সবুজ সংঘের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৫ জানুয়ারি একটি সুদৃশ্য র‍্যালি স্থানীয় এলাকা পরিভ্রমণ করে। এই র‍্যালিতে ট্যাবলো নিয়ে যোগদান করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। র‍্যালির অগ্রভাগে ছিলেন সবুজ সংঘের সম্পাদক সঞ্জয় পাইন সহ সংঘের অন্যান্য পদাধিকারীগণ।

পুজো মণ্ডপে বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি- নব যুবক সংঘের উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল শীতবস্ত্র এবং হুইল চেয়ার প্রদান অনুষ্ঠান।

আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের হাতে কম্বল এবং শীতের পোষাক তুলে দেন সমাজসেবী প্রবন্ধ রায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা। এছাড়া কয়েকজন প্রতিবন্ধীকেও হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছরই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের এই জাতীয় সাহায্য করা হয়ে থাকে।

ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাব (গিরিশ পার্ক)-এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২ জানুয়ারি, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হল মেগা হেলথ ডেন্টাল আই থ্যালাসেমিয়া অ্যাওয়ারনেস এবং থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার ব্লাড টেস্ট শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, শশী পাঁজা এবং সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি ও সৌম্য বক্সি। মূলত

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সৌম্য বক্সি একই ছাতার তলায় দাঁত, চোখ সহ থ্যালাসেমিয়া সবরকম বিষয়কে জড়ো করে স্থানীয় মানুষের নিখরচায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য শিবিরে জেপিজি অপটিক্যালস সাধারণ মানুষের চক্ষু পরীক্ষার কাজটি দায়িত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন, বিএমডি, ইসিজি, ব্লাড সুগার, পালস রেট, বডি ওয়েট, প্রেসার চেক এর ব্যবস্থা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা।

পাইকপাড়ায় সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- পাইকপাড়া স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১২ জানুয়ারি ক্লাবাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সঙ্গে স্বাস্থ্য শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা। এই স্বাস্থ্য শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা সহ ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি, বিএমডি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন প্রভৃতি। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি স্বর্ণাভ রায়, সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

প্রয়াত জামালউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি- মাত্র ৬০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৮ জানুয়ারি সকালে প্রয়াত হলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের একনিষ্ঠ সদস্য জামালউদ্দিন মণ্ডল। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে সংগঠনের সব সদস্যরা শোকাহত। তিনি রেখেছেন গেছেন স্ত্রী এবং এক পুত্রকে।

শিক্ষায়াতনে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

স্বাস্থ্য ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে ছাত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি- আলিপুরে স্টেট ইন্সটিটিউট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উওম্যান-এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিবির। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৭ জানুয়ারি এই শিক্ষায়াতনের উদ্যোগে ক্যাম্পাসের ভেতর ব্যবস্থা হয়েছিল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা শিবিরের। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণ রোগ রোধে ছাত্রসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, থ্যালাসেমিয়া নির্মূল করার মতো এখনও পর্যন্ত কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। একমাত্র থ্যালাসেমিয়া বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ রোধ করতে পারলেই এই রোগ নির্মূল করা সম্ভব। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি মনোজ্ঞ ক্যুইজও অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ক্যুইজে সফল উত্তর দাতাদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যে, এদিন এই ইন্সটিটিউডের ৭১ জন ছাত্রী থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। থ্যালাসেমিয়া বাহক যদিও কোন রোগ নয়। সাধারণ মানুষের মতোই বাহকেরা জীবনযাপন করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউডের অধ্যক্ষ পিন্টু শীল, কো-অর্ডিনেটর শুভ্রা বসাক সহ আরও অনেকে।

ময়নাতে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাতে সারদা

ডায়াগনস্টিকের সহযোগিতায় ১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এলাকার প্রায় ১১৭ জন ছেলেমেয়ে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করাতে এগিয়ে আসেন। নতুন বছরের শুরুতে থ্যালাসেমিয়ার মতন একটি মারণ রোগ রোধ করতে ময়নাতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। ময়নার মতো গ্রামে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সাধারণ যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই ধরনের উৎসাহ খুব কম দেখা যায়।

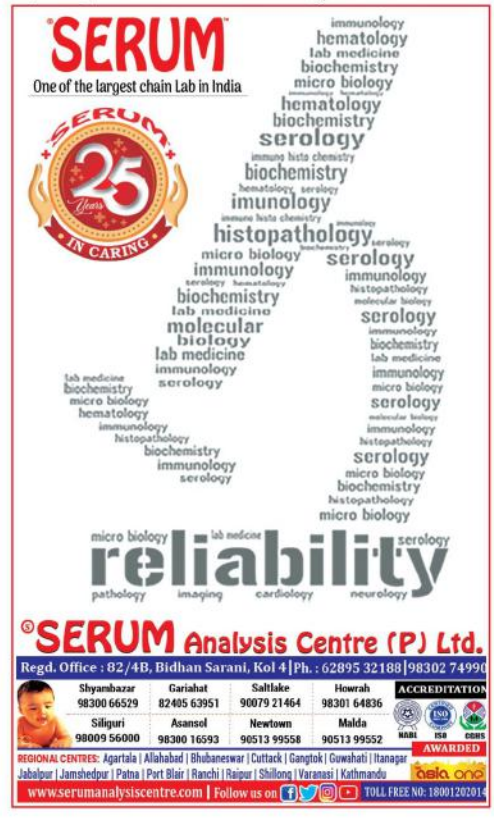

শঙ্কায় ভারত, শপথ নিলেন ট্রাম্প

শপথ শেষে ট্রাম্পের 'অভয় মুদ্রা'

ওয়াশিংটন- শপথ বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছেন, 'আগে আমেরিকা, পরে বিশ্ব'। ট্রাম্পের দ্বন্দ্বের সেই আমেরিকায় বাদ পড়তে চলেছেন অনেকেই। শপথ শেষে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে তাঁর স্বপ্নকে সাকার করতে একের পর এক সরকারি নির্দেশিকায় সই করলেন তিনি। এর মধ্যে অনেক সিদ্ধান্তই বিতর্কিত। উল্লেখাযোগ্য হল, জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার থাকছে না। এই সিদ্ধান্তের ফল ভুগতে হবে অনেক ভারতীয়কে। অনেকে বসে রয়েছেন গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায়। শপথ নেওয়ার সময় দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ট্রাম্প জানান, 'আমেরিকায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। এবার এইচ১বি ভিসা পেতে সমস্যা হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু-র সদস্যপদ ছেড়ে দিচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকায় তৃতীয় লিঙ্গের অনুপ্রবেশ বা থাকা নিষেধ হচ্ছে। সরকার সংস্কারেও জোর দেবেন ট্রাম্প। শপথের দিনেই ট্রাম্পের এই বেপরোয়া মনোভাবের কারণে প্রমাদ গুণছেন অনেকেই।

ভিসা নীতির বদল

বস্টন- আমেরিকা এইচ১বি এবং এল-১ ভিসা নিয়ে ভারতীয়দের জন্য সুখবর। এসব ভিসাধারীদের পরিবারদের সদস্যরা এই ভিসার সুবাদেই আমেরিকয় বসবাস করেন। এইচ-৪, এল-২, ভিসাধারীদের অনুমতি পত্রের সময়সীমা বাড়িয়ে ৫৪০ দিন করা হয়েছে। এটা আগে ছিল ১৮০ দিন। জানুয়ারি মাসের ১৩ তারিখ থেকে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশ।

সাগরপারের টুকিটাকি

তিব্বতে ভূমিকম্প

বেজিং- তিব্বতে তীব্র ভূমিকম্পে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১২৭। ধ্বংসস্তূপের তলায়, চাপা পড়ে রয়েছেন বহু মানুষ। প্রবল ঠান্ডায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে উদ্ধারের কাজ। জখম হয়েছেন বহু মানুষ।

ট্রাম্পের আশা

ওয়াশিংটন- ট্রাম্প প্রশাসন চিনের সঙ্গে 'সুসম্পর্ক' গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে আশাবাদী নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও উন্নতি হবে। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাকার জন্য ট্রাম্প পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে দায়ি করেন।

দাবানলে স্কুল, গির্জা পুড়ে ছাই

দাবানলে ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ভিডিও কনফারেন্স

লস-অ্যাঞ্জেলস- পশ্চিমি সঙ্গীতের মহাফেজখানা এবং বিশ শতকের বিস্ময়, অস্ট্রিয়ান-আমেরিকান সুরকার আর্নল্ড শোনবার্গের প্রায় লক্ষাধিক স্বরলিপির প্রতিলিপি দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানলে। লস অ্যাঞ্জেলসের প্যালিসেডসের সুরকারের দু'হাজার বর্গফুটের পারিবারিক আস্তানাটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। গানের জগতে এ এক বিরাট ক্ষতি বলে মনে করেন সঙ্গীতজ্ঞেরা।

দাবানলে ভস্মীভূত হয়েছে পালিসেডসের বিখ্যাত স্কুল 'প্যালিসেডস চার্টার হাইস্কুল'। স্কুলের অধ্যক্ষ পামেলা ম্যাগি সাধারণ মানুষের কাছে স্কুলের জন্য জায়গা চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অনেক পড়ুয়া গৃহহারা। অনেকের মাথার ওপর ছাদটুকু নেই। পুড়ে গিয়েছে ঐতিহাসিক অল্টাডেনা কমিউনিটি গির্জা। আগুনে সব বাদ্যযন্ত্র পুড়েছে। আমেরিকার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে ১৫ জানুয়ারি থেকে কমতে পারে দাবানল।

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ট্রুডো

কানাডা- প্রবল চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জাস্টিন ট্রুডো। ছাড়লেন লিবারাল পার্টি অব কানাডার প্রধানের পদ। ২০১৩ সালে দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। টানা দশ বছর জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন। এখন তাঁর জনপ্রিয়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাঁর আন্তর্জাতিক নীতি এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে দেশের ভেতরেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। ট্রুডো সরে গেলেই যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এরকমটা মনে করছেন না কূটনীতিকরা। নতুন নেতা কোন পথ নেবে তার ওপর নির্ভর করছে সব কিছু। ট্রুডোর ইস্তফার খবর পেয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডাকে আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। কানাডা বিষয়টি এখনও ভাবনা-চিন্তার মধ্যে রেখে দিয়েছে।

প্রকাশ্যে মুজিব ঘাতক

ঢাকা- বাংলাদেশে এখন শেখ মুজিবর রহমানের অন্যতম হত্যাকারী মেজর শরিফুল হক ডালিমকে নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। প্রায় ৫০ বছর পর জামায়েত সমর্থক এক সাংবাদিক কে সমাজমাধ্যম সাক্ষাতকার দিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি লাইভে দেখেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ। তবে কোন দেশ থেকে তিনি এই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তা গোপন রাখা হয়।

প্রয়াত প্রবীর মিত্র

ঢাকা- ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৫ জানুয়ারি রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মারা গেলেন ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির মুখ্য চরিত্রাভিনেতা প্রবীর মিত্র (৮২)। 'জীবন তৃষ্ণা', 'সেয়ানা', 'জালিয়াত' একাধিক বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রবীর মিত্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে থাকার কারণে প্রবীর মিত্রকে নিয়ে সিনেমা জগতে এখন তেমন একটা আলোচনা হয় না বললেই চলে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড

৯৮৩০১৭৩৯৫০

(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

MBBS, MD

ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ ডেঙ্গু সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করলে ভালো হয় ?

চন্দ্রিমা দাস, সল্টলেক

উঃ ডেঙ্গু নামটা আমাদের এখানে বেশ ভীতিজনক। গত ক'বছরে এই রোগের প্রকোপ বেশ বেড়েছে। এই রোগ একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ, যা হয় এডিস মশার কামড় থেকে, যা সাধারণত দিনের বেলাতেই কামড়ায়। সংক্রামিত কোনো ব্যক্তিকে মশা কামড়াবার পর সেই মশা যদি অন্য কাউকে কামড়ায় তবে তার রক্তে ওই ভাইরাস চলে যায় এবং ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

ডেঙ্গু ভাইরাস চার রকমের হয় (Serotypes) DNV 1, DNV 2, DNV 3, DNV 4। এদের মধ্যে কোনটি বেশি সাংঘাতিক তা নির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও দেখা গেছে যে, DNV ২ ভাইরাসের প্রভাবে রোগের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়।

উপসর্গঃ

ডেঙ্গু ইনফেকশন তিনপ্রকার অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। (১) ডেঙ্গু ফিভার, (২) ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার, (৩) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম।

(১) ডেঙ্গু ফিভার ঃ হঠাৎ জ্বর আসে, যা ৩ থেকে ৭ দিন থাকে। তার সঙ্গে থাকে সাংঘাতিক মাথা যন্ত্রণা, বিশেষত চোখের পিছনের দিকে। এছাড়াও থাকে শরীরে যন্ত্রণা, হাঁটু ও গোড়ালি ও কনুইতে যন্ত্রণা, মুখে বিস্বাদ ভাব, খিদে কমে যাওয়া, পেটে ব্যথা, বমি, ডাইরিয়া প্রভৃতি। হাত ও পায়ে দাগ, চুলকানি, ভীষণ দুর্বলতা ও ক্লান্তি, মুখ ও গলা লাল হয়ে যাওয়া, নাক ও মাড়ি থেকে অল্প রক্তপাত, মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং বেশি হওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

জ্বর কমে যাওয়ার পর কখনও আবার র‍্যাশ দেখা দিতে পারে।

(২) ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার ঃ একে সিভিয়ার ডেঙ্গুও বলা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং মৃত্যুও হয়। এক্ষেত্রে উপসর্গ অন্যান্য ডেঙ্গুর মতোই। জ্বর হবার ২ থেকে ৫ দিন পরে এর উপসর্গগুলি দেখা যায়। যেগুলি হল, সাংঘাতিক পেটে ব্যথা, ক্রমাগত বমি, দ্রুত শ্বাস নেওয়া, মাড়ি থেকে রক্তপাত, অস্থিরতা, ক্লান্তি, বমিতে রক্ত প্রভৃতি। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু তা না হলে অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

(৩) ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ এটি ডেঙ্গুর একটি খুব খারাপ অবস্থা। এক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থা হঠাৎ করেই আসতে পারে এবং দ্রুত তা আরও খারাপের দিকে যায়। এটি ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভারের পরের অবস্থা। এর উপসর্গগুলি হল—জ্বর যা ২ থেকে ৭ দিন থাকে, এবং দুটি পর্যায়ে হতে পারে, রক্তক্ষরণের প্রবণতা, যার ফলে শরীরে বিভিন্ন অংশের চামড়ায় বেগুনী বা লালচে দাগ দেখা যায়, বমি বা স্টুলের সঙ্গে রক্ত থাকে, রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যায়। রক্তচাপ কমে যায় পালস দুর্বল ও দ্রুত হয়।

রোগনির্ণয়ঃ

শারীরিক উপসর্গগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার সঙ্গে করতে হবে রক্ত পরীক্ষা। প্রাথমিক অবস্থায় NS1 ANTIGEN (NON STRUCTURAL ANTIGEN1 রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। NS1 ANTIGEN জ্বরের ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। চারদিনের মধ্যে রক্তে IGM অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় (এলাইজা পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়)। এছাড়া আরও রক্ত পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে। প্লেটলেট কাউন্ট কমেছে কিনা দেখতে হয়। অনেকক্ষেত্রেই WBC কাউন্ট কম থাকে। হিমাটোক্রিট-এর মাত্রা দেখা দরকার। লিভার এনজাইমের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, সি টি স্কান করার দরকার হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

ডেঙ্গুর নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। শরীরে যথেষ্ট জলের মাত্রা বজায় রাখা খুবই দরকার। প্রচুর জল পান করতে হবে। ডেঙ্গু হেমরেজিক ফিভার ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে IV Fluid দিতে হবে। এই দুইক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ব্যবহার করতে হবে অন্যকোনো ব্যথার ওষুধ যেমন অ্যাইবুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ তার থেকে সমস্যা হতে পারে। কিছু কিছু জিনিস প্লেটলেটের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। দেখা গেছে যেমন পেপে পাতার রস, বেদানা, কমলালেবু, ব্রকোলি, বীনস্ প্রভৃতি খাওয়া দরকার।

প্রতিরোধঃ

মশা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। জমা জল যাতে না থাকে তা দেখা দরকার। স্প্রে করাও দরকার। মশা যাতে না কামড়ায় mosquito repellents ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনও অবধি কোনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং ডেঙ্গুর মোকাবিলায় খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে। ডেঙ্গুতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। সঠিক চিকিৎসা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো সম্ভব।

প্রঃ আমার বিলিরুবিন লেভেল সবসময় একটু বেশী থাকে। অথচ কোনো সমস্যা নেই, আর সব পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট নরম্যাল। ডাক্তারবাবু বলছেন এটা গিলবীটস সিনড্রোম। এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে বাধিত হবো।

সমীরণ দত্ত, লেক রোড

উঃ এই অবস্থা অনেকেরই হয়। এটা সাংঘাতিক কিছু রোগ নয়। সাধারণত রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী দেখার পরই এটা ধরা পড়ে।

এটা হয় জীনগত পরিবর্তনের জন্য, যার ফলে লিভারে বিলিরুবিনের ভাঙ্গন কমে যায় এবং শরীরে বিলিরুবিন জমে যায়। সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে দুর্বলতা, বমি ভাব প্রভৃতি হতেও পারে। কখনও বা পেট ব্যথা হয়। চোখ, ত্বক, হলুদ হয়ে যেতে পারে।

নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তবে এই রোগ হয়েছে বলা যেতে পারে। রক্তের হেপাটাইটিস বি, সি, সেরোলজি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, লিভার স্ক্যান, লিভার, বায়োপ্সি প্রভৃতি করার দরকার হয়।

এর কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেলে ফেনোকরবিটাল দেওয়া হয় অনেক সময়। স্ট্রেস, শরীরে জলের অভাব (Dehydration) ঘুম না হওয়া, উপোস করা (fasting) খুব ঠান্ডা প্রভৃতি থেকে বিলিরুবিন বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এইসব এড়িয়ে চলতে হবে। জল খেতে হবে বেশী করে। ফল ও তাজা শাকসব্জী খেতে হবে। মাংস, ডিম, দুধের জিনিস, এসব কম করে খেতে হবে।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন বসাতে হয় ? *রজন দাশগুপ্ত, সল্টলেক*

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারী চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revice) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কারও হার্ট ব্লক (Heart Block) বা কিছু ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিওর (Heart Failure) থাকে। যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি এর উপসর্গ। *(পুনর্মুদ্রিত)*

সম্পাদকীয়

অ-মানবিক

এই দেশটা এমন একটা দেশ যে বছরের শুরুতেই এক সাংবাদিকের প্রথমে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এবং পরে খুন হয়ে যাওয়ার খবর দিয়ে শুরু হয় দিন। এরপরে এই দেশ নিয়ে আর কিছু বলার অভিপ্রায় থাকে কি? কিন্তু বলতে তো হবেই বারংবার। ছত্রিশগড়ের সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকরের মৃত্যু অথবা খুনের বীভৎসতা আমাদের দেশের চরমতম লজ্জা। এই ঘটনার প্রকাশিত বৃত্তান্তে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলো ফুটে উঠেছে। ছত্রিশগড়ের সাংবাদিক তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে যেসব সংবাদ পরিবেশন করতেন, তাতে প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠত। এটাই ছিল মূল অস্বস্তির কারণ। অতি সম্প্রতি ১২০ কোটির রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক ঠিকাদার সংস্থার আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন পরিবেশন করেছিলেন। সেই খবরের সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট সরকার ঠিকাদার সংস্থাটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরপর থেকেই নিখোঁজ হন মুকেশ। নিখোঁজের ৪৮ ঘণ্টা পরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেই ঠিকাদার সংস্থার নির্মাণ প্রকল্পের একটি ট্যাঙ্ক থেকে। এই নিষ্ঠুর হত্যার বিবরণ শুনে সকলেই হতচকিত। শুধু মাথাতেই পনেরটি জায়গায় ফ্র্যাকচার, লোহার রডের আঘাতে ঘাড়ের হাড় ভেঙে চৌচির, বুকের পাঁচটি পাঁজর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে এসেছে, লিভার চার টুকরো।

দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়তে বহুবার সাংবাদিকদের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অবস্থান নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে একটি অঙ্গরাজ্যে এই সাংবাদিকের হত্যার ঘটনায় দেশের গণতন্ত্রের হাল হকিকৎ সম্পূর্ণ বে-আব্রু হয়ে গেছে। শাসকেরা যে সব কথা বলেন গণতন্ত্রের পক্ষে তা যে কতটা অন্তসারশূন্য সেটা বলার প্রয়োজন নেই। এই হত্যার পরে দুঃখপ্রকাশ, বিবৃতি, তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা রুটিন মাফিক করা হয়েছে। মুকেশের মৃত্যুর পর কয়েকজন ধরাও পড়েছে। ছত্রিশগড়ের নির্বাচিত সরকার দোষীদের কড়া শাস্তির কথাও বলেছেন ফলাও করে। এসব একেবারে ছকমাফিক। কথা হচ্ছে প্রচুর কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

সাংবাদিকদের হত্যা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘটছে। সাংবাদিকদেরও তেমন ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে। যেমন করুন মিশ্র, রঞ্জন রাজদেব, সন্দীপ শর্মা, শুভম ত্রিপাঠী, শশীকান্ত ওয়ারিশে, গৌরী লঙ্কেশ। এবার তার সঙ্গে সংযোজিত হল মুকেশ চন্দ্রকর। এঁরা সকলেই অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্টের খবর করেছেন। প্রতিটি ঘটনাতেই প্রশাসনের থেকে সাংবাদিক হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। অথচ প্রশাসনের প্রশ্রয়েই এসব খুনি বা হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত এক দশকে সাংবাদিক হেনস্থার ভুরি-ভুরি ঘটনার বিবরণ উহ্য রাখলাম কিন্তু শুধু সাংবাদিক হত্যার হিসাবটুকুই কি যথেষ্ট নয়। এরপরেও শাসকদের অমৃতবাণী শুনতে হবে দেশবাসীকে।

শব্দ ও ব্রহ্ম

মহেন্দ্রনাথ সরকার

উপনিষদে শব্দব্রহ্মের কথা আছে। প্রাচীনকাল থেকে শব্দ ও অর্থের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। শব্দ অর্থকে জ্ঞাপন করে। ঘট, পট, মঠ এরা শব্দ, এদের বিষয় হচ্ছে ঘট-বস্তু, পট-বস্তু, মঠ-বস্তু। কিন্তু প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে শব্দের কারণ ও কার্য্যাবস্থা স্বীকার করা হয়। সৃষ্টবস্তুর একটা সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞা শব্দ বা নাম। কিন্তু এ শব্দ সাধারণ শব্দ। এ শব্দ ভিন্নও পরা শব্দ আছে, তা অনাদি, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। তাকে কানে শোনা যায় না। এ হ'ল নিঃশব্দের শব্দ (Voiceless voice)। শব্দ শাস্ত্রের আচার্য্যেরা একেই বস্তু বলেছেন। বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা ব্যঙময় বিশ্ব। নামরূপ ক্রিয়াই বাস্তব বিশ্ব। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দনই শব্দ বা নাদ। নামে বিন্দুর উৎপত্তি। সাধারণ দৃষ্টিতে রূপ যেমন বস্তু থেকে পৃথক, যোগজ দৃষ্টিতে কিন্তু বস্তু রূপ থেকে পৃথক নয়। পদার্থের সূক্ষ্মরূপের বিচার করলে দেখি, শব্দ সমাবেশ ভিন্ন অর্থ বলে কোন কিছুই নেই। শব্দ তরঙ্গ সূক্ষ্মরূপ ও সংজ্ঞা (form and name) প্রাপ্ত হয় এবং বস্তুর মত অবভাসিত হয়। বস্তুতঃ শব্দ তরঙ্গ ভিন্ন বস্তুর কোন সত্তা নেই। শব্দতরঙ্গই সৃষ্টির মূল। বাকের স্থূল বিকাশ অর্থ। বাকের সূক্ষ্মরূপে শব্দই নিহিত আছে। বাক্ই শব্দ। বাকের সূক্ষ্ম সঞ্চার হয় রূপে, রূপের ভাবনায় ও সংজ্ঞায় প্রকাশ। প্রজ্ঞা বাক্ রূপেই প্রকাশিত হয়। এই বাক্‌কে অবলম্বন করে প্রজ্ঞালোকে আরোহন করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দূরত্ব বেড়ে গেলে দূরত্ব কমিয়ে আনা যায়, কিন্তু গুরুত্ব কমে গেলে গুরুত্ব ফিরিয়ে আনা যায় না।

মাদার টেরেজা —ভালোবাসা ঘর থেকেই শুরু হয়। কতটা কাজ করেছি সেটা বড়ো কথা নয়। ভালোবেসে করছি কি না সেটাই আসল।

মহাত্মা গান্ধি —স্বাস্থ্যই হল সত্যিকারের সম্পদ। সোনা বা রূপোর টুকরো মোটেই আসল সম্পদ নয়।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস—দীর্ঘ অনুশীলনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা প্রথমেই বিষের মতো হলেও পরে মধুর মতো।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় প্রথম চারুকলা প্রদর্শনী ১৮৩১
প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৯৬০
প্রথম মিগ-১৭ বিমান আকাশে উড়ল ১৯৫০

২ ফেব্রুয়ারি — স্ট্যালিনগ্রাদ জয় করে সোভিয়েত সেনারা ১৯৪৩
এশিয়াটিক সোসাইটির অংশ হিসেবে কলকাতা মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা ১৮১৪

৩ ফেব্রুয়ারি — শিল্পী নন্দলাল বোসের জন্ম ১৮৮৩
হাওড়া ব্রিজের উদ্বোধন ১৯৪৩

৪ ফেব্রুয়ারি — বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯১৬
পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম ১৯২২
বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের ঘোষণা ২০০০

৫ ফেব্রুয়ারি — চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম ছবি মর্ডান টাইমস মুক্তি পেল ১৯৩৭

৬ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্ণর স্ট্যানলিকে গুলি করলেন বিপ্লবী বীনা দাস ১৯৩২
গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম ১৮৭৪

৭ ফেব্রুয়ারি — চার্লস ডিকেন্সের জন্ম ১৮১২
গ্রেনেডার স্বাধীনতা ১৯৭৪

৮ ফেব্রুয়ারি — স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নীহার মুন্সীর প্রয়াণ ১৯৮৯
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হলেন ১৯৩৬

৯ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় টাকশাল স্থাপিত হল ১৭৫৭
দেশে প্রথম জনসংখ্যার কাজ শুরু হল ১৯৫১

১০ ফেব্রুয়ারি — নাট্যকার ব্রেখটের জন্ম ১৮৯৮
কবি নবীন চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৪৭

১১ ফেব্রুয়ারি — কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২
কারাবাস থেকে মুক্তি পেলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯০

১২ ফেব্রুয়ারি — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিল ১৯২২
চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯

১৩ ফেব্রুয়ারি — বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৮৯০
কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে ১৯৩১

১৪ ফেব্রুয়ারি — ভারতের প্রথম হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হল কলকাতায় ১৮৮১
পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদীদের হামলা ২০১৯
মোঘল সম্রাট বাবরের জন্ম ১৪৮৩

১৫ ফেব্রুয়ারি — বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির জন্ম ১৫৬৪

১৬ ফেব্রুয়ারি — কিউবার প্রধানমন্ত্রী হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৪৯

১৭ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭
শান্তিনিকেতন সফর করলেন গান্ধীজি ১৯১৫
কবি জীবনানন্দ দাসের জন্ম ১৮৯৯

১৮ ফেব্রুয়ারি — সংগীত শিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের প্রয়াণ ১৯৯৭
শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬
গদাধর চ্যাটার্জির (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) জন্ম ১৮৩৬

১৯ ফেব্রুয়ারি — নিকোলাস কোপার্নিকাসের জন্ম ১৪৭৩
মারাঠা সম্রাট শিবাজির জন্ম ১৬৩০

২০ ফেব্রুয়ারি — সামাজিক ন্যায় দিবস
আমেরিকায় ডাক ব্যবস্থা চালু ১৭৯২
দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ ১৮৯১

২১ ফেব্রুয়ারি — মাতৃভাষা দিবস
বিজ্ঞানী শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের জন্মদিন ১৮৯৪

২২ ফেব্রুয়ারি — বিজ্ঞানী আয়ান উইলমার্ট ক্লোনিংয়ে সাফল্য পেলেন ১৯৯৭
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জন্ম ১৮৮৫
বিশ্ব চিন্তা দিবস
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৮৩৬

২৩ ফেব্রুয়ারি — রাশিয়াতে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু ১৯১৭
যাদুকর পি সি সরকারের জন্ম ১৯১৩
কালীপ্রসন্ন সিনহার জন্ম ১৮৪১

২৪ ফেব্রুয়ারি — বাংলা বিহারকে একত্র করতে হরতাল দিয়ে আন্দোলন শুরু ১৯৫৪
মাদ্রাজ রাজ্যের নাম বদল করে হল তামিলনাড়ু ১৯৬১
সংগীত শিল্পী তালাত মেহমুদের জন্ম ১৯২৪

২৫ ফেব্রুয়ারি — ভারতের প্রথম মিসাইল 'পৃথ্বী'র সফল পরীক্ষা ১৯৮৮
গামাল আবদুল নাসের মিশরের প্রধানমন্ত্রী হলেন ১৯৫৪

২৬ ফেব্রুয়ারি — বহরমপুরে সিপাই বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭
সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮
ভারতীয় বায়ুসেনারা পাকিস্তানের বালাকোটে আক্রমণ চালানো ২০১৯

২৭ ফেব্রুয়ারি — গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড ২০০২
বায়ুসেনার পাইলট অভিনন্দন বর্তমানকে আটক করল পাকিস্তান সেনারা ২০১৯

২৮ ফেব্রুয়ারি — শেষ ব্রিটিশ সেনাদল ভারত ত্যাগ করল ১৯৪৮
নাট্যকার গিরীশ ঘোষের জন্ম ১৮৪৪
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পামকে হত্যা ১৯৮৪
পালকাদের যুদ্ধে আসফ জা-কে পরাস্ত করলেন মারাঠা সম্রাট পেশওয়া বাজিগর

দেশের আর্থিক হাল নিম্নমুখী, প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত ডিসেম্বরের ৭ তারিখে ভারত সরকারই মেনে নিল দেশের আর্থিক গতি নিম্নমুখী। দেশের জাতীয় আয় চলমান অর্থবর্ষ ২০২৫ শে নেমে যেতে পারে ৬.৪ শতাংশে। গত অর্থবর্ষে এই গতি ছিল ৮.২%। তবে ৬.৪% হলেও দেশের আয় বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ভাল বলতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ৬.৪% কি লাভ করা যাবে কি না। এটা অর্থনীতিবিদরা বলেই থাকেন যেখানে বেসরকারী উদ্যোগে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই (ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) হোক বা সরকারই হোক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে একটা আশাবাদ তৈরি করে রাখে। কারণ হল এরকম কিছু না করলে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। তাতে করে আর্থিক হাল আরো খারাপ হবে। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করছে দেশের আয়বৃদ্ধি আগের হিসাবে অর্থাৎ ৭.২% হারে বাড়বে না ঠিকই। কিন্তু তা হতে পারে ৬.৮% এর মত। আর ভারত সরকারের হিসাবে তা দাঁড়াবে ৬.৪%।

কী কী কারণে দেশের আয়বৃদ্ধি ভালই হবে?

মনে করা হচ্ছে কৃষির অগ্রগতি বাড়বে এই অর্থবর্ষে। ভাল চাষবাস হয়েছে দেশের জলাধারে জলসঞ্চয় ভালই। এর উপর ভিত্তি করে গ্রামের মানুষের আয় বাড়বে। এমনিতেই গ্রামে জিনিসপত্রের বিক্রি বেড়েছে, চাহিদা বাড়ছে খাদ্য ছাড়া অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের। তাই ভাল কৃষিকে ধরে এই চাহিদার বৃদ্ধি চলতে থাকবে গ্রামীণ এলাকাতে। তাই দেশের অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু শহরে যে চাহিদার পরিমাণ কমে গেছে, তার কী হবে? আর্থিক বিকাশের বিচারে কেন চাহিদার পরিমাণ কম তার কারণ হতে পারে অনেক। প্রথমত, রোজগার কমে যাওয়া, দ্বিতীয়ত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। এর ফলে হাতের টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বাজারে চাহিদা কমে তৃতীয়ত, দেখা যাচ্ছে রোজগার কম হওয়ার তার একটা কারণ হল চলমান কাজে মজুরীর পরিমাণ না বাড়া। হিসাব বলছে মজুরী বাড়ছে ৩% হারে কিন্তু দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে তাই প্রকৃত আয় কমছে। এছাড়া আছে বেকারী। শহরে বেকারী এখন গ্রামাঞ্চলের থেকেও বেশি।

তবে গ্রামাঞ্চলে আয় বাড়বে ভাল কৃষির জন্য এই কথার গুরুত্ব বিচার করা দরকার। যদি কৃষির উৎপাদন বাড়ে তবে তা গ্রামাঞ্চলের মানুষের আয় কতটা বাড়াতে পারে? দেশের মোট জাতীয় আয়ের কৃষি কেবল ৪%। তাই এর কিছুটা বৃদ্ধি হলেও তা গ্রামীণ মানুষের আয় কতটা বাড়তে পারবে? তা খুবই সামান্যই বাড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের শিল্পক্ষেত্রে অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল।

অর্থনীতি বিদ প্রণব সেন দেখিয়েছেন গত তিন বছর ধরে বড় শিল্প ইউনিটের বেশির ভাগই একটা স্থিতাবস্থার মধ্যে রয়েছে। তাদের মোটামুটি ৭৫% উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারছে। ফলে তাদের নতুন বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার প্রয়োজন বোধই হচ্ছে না। তাই বড় শিল্পে বিনিয়োগ কম হচ্ছে।

একটু বড় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হলে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ভেসে উঠছে। ভারতে 'মেইক ইন ইন্ডিয়া' নীতির আরম্ভ হয়েছিল ১০ বছর আগে। গত ডিসেম্বরে বিভিন্ন সংবাদমাধমে আলোচনায় দেখা যাচ্ছে এই পরিকল্পনা একেবারেই ফলপ্রসূ হয়নি। ওই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ে শিল্পোৎপাদনের অংশ ১৬/১৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫% নিয়ে যাওয়া। ফলে রোজগার বাড়বে, কাজের সুযোগ বাড়বে এবং বাড়বে মানুষের আয়। কিন্তু ১০ বছর পরে দেখা যাচ্ছে এর কোন লক্ষ্যই পূরণ হয়নি শুধুই নয় কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। এইজন্য বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে পৃথিবীতে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ চলে গেছে।

পরিষেবা ক্ষেত্রেও সমস্যা কম নয়। হোটেল ভ্রমণ, হসপিটালটি ক্ষেত্রগুলোও অতিরিক্ত কিছু ভাল করছে না কারণ সাধারণ মানুষের আয় তেমন না যে তারা এইক্ষেত্রগুলোতে উপভোগ বাড়াবে। যা কেবল এয়াট টিকিট-এ এয়ারযাত্রী দেখে এবং কারণ তাদের ভুল হতে পারে কারণ উড়োজাহাজে যাত্রী সংখ্যা কম বেশি নির্দিষ্ট। এটা দিয়ে পুরে ক্ষেত্রের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত। বিপরীতে ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা এখনও অতীতের সর্বোচ্চস্তরকে অতিক্রম করতে পারছে না। কিন্তু দামী ট্রেন চালিয়ে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের যাত্রী সুন্দর করলেই সামগ্রিকভাবে ভ্রমণ বা যাতায়াত ক্ষেত্র, হোটেল ইত্যাদি ক্ষেত্র এখনও বেশি গতি পাচ্ছে না।

এছাড়া গাড়ির বাজারও খুব ভাল নয়। কম গাড়ির বাজার মোটেও আশানুরূপ নয়। বাড়ি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ছোট ফ্ল্যাটের চাহিদা কমেছে। বেড়েছে বড় ফ্ল্যাটের চাহিদা। তাই বিভিন্ন দিক থেকেই বোঝা যাচ্ছে আগামী কয়েক মাসে দেশের আয় একটা বড় ধরনের অগ্রগতি নিয়ে আসবে বলে মনে হয় না।

এবার কিন্তু উদ্যোগপতিরাও মুখ খুলতে শুরু করেছেন

নেসলে, ব্রিটানিয়ার মতো প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্তারা স্বীকার করেও নিচ্ছেন যে তাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ বিক্রি হচ্ছে না। কারণ দ্রব্যের চাহিদা নেই। যদি এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত খাদ্য প্রস্তুত কারকের চাহিদার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তবে অন্যান্য আরো কত সমস্যা দেখা যাচ্ছে দেশের সামগ্রিক চাহিদায়। বিভিন্ন বড় শিল্পপতি বা উদ্যোগপতিদের সংগঠন এখন বার বার বলছেন দেশের সাধারণ মানুষের হাতে টাকা বাড়াতে হবে। যারা আয় বণ্টনের বিষয়ে কোন সমর্থন জানায়নি সেই উদ্যোগপতিরা এখন বলছেন, কৃষকের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াতে। মজুরী বৃদ্ধি না হলে দেশের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ বাড়বে না। জেনে ও নিজেরা খুব একটা উদ্যোগ নিয়ে নিজেদের উদ্যোগে তা চালু করেছে বলেও শোনা যাচ্ছে না। কিছু দিন আগেও উদ্যোগপতিদের প্রায় সকলেই সরকার আর্থিক নীতি নিয়ে সমালোচনা করতে সাহস পেতেন না। এখন অনেকেই ঠারে ঠারে কিছু উষ্মপ্রকাশ করছে।

কী কী করণীয় ভারত সরকারের

অনেকেই যে কথা বলছেন তা হল অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে বিশেষ ক্ষতি হয়ে আসছে ২০১৬-র শেষের দিকে বড় মূলের টাকা বন্ধ করে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, জিএসটি চালু হল খুব দ্রুততার সঙ্গে, পরে বহু নিয়ম পাল্টানো হল। এরপর আরো নতুন নতুন দ্রব্যে নতুন কর নির্ধারণ করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। এরপর আছে করোনা কালে আর্থিক দুর্যোগ। এখন আবার এনবিএফসি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নয়। এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের সমস্যা। এসবই ছোট ছোট উদ্যোগকে আরো দুর্বল হওয়ার নীতি। তাই কৃষির উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পকে বাঁচাতে নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ওপর এমন নজর দিতে হবে যাতে এটা কেবল শহরে নয় গ্রামের মানুষের হাতের কাছে এগুলোকে পৌঁছাতে হবে হয় বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে। শহরের ঝাঁ চকচকে চিত্র দেখে যারা দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিচার করেন তাদের চিন্তা করার সময় এসেও মনে রাখতে হবে ভারতের আর্থিক দুর্বলতা মূলত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতির জন্যই, যার পরিবর্তন দরকার।

রুপির দাম কমছে, তবে বড় চিন্তার কারণ এখনও ঘটেনি

কিশোরকুমার বিশ্বাস

আমরা প্রায় প্রত্যেকদিনই দেখছি টাকার দাম কমে যাচ্ছে। এর অর্থ হল ভারতের রুপির দাম কমছে আমেরিকার ডলারের তুলনায়। যেমন ২০১৪ সালে ১ ডলারের দাম ছিল ৬০ টাকার মধ্যেই। এখন টাকার দাম কমতে কমতে এরকম দাঁড়িয়েছে—১ ডলার কিনতে গেলে প্রায় ৮৬ টাকা লাগবে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন এবছরের মধ্যেই হয়তো ১০০ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যাবে। তাই এর থেকে বহু মানুষ মনে করছেন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ।

গত ১০ বছরে জিনিসের দাম কমছে বা সামগ্রিকভাবে দ্রব্যমূল্য কমছে এরকম স্মরণে আসে না। আরো কষ্টের বিষয় হল খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ১০ বা ১৫ বা ২০ শতাংশের কাছেও চলে যাচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষ এটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে দেশের আর্থিক অবস্থা কেমন। তবে তাদের কাছে যেহেতু তথ্য কম থাকে তাই যখন শুনতে পায় দেশের অর্থব্যবস্থা বাড়তে বাড়তে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুদিন পরেই পঞ্চম সর্ববৃহৎ অর্থব্যবস্থা থেকে তৃতীয় স্থানে পৌঁছাবে ভারত এবং তার থেকে কয়েক বছর পরেই সে চীন বা আমেরিকাকেও টপকে একেবারে সর্ববৃহৎ অর্থব্যবস্থায় উঠে যাবে, তখন তারা কীভাবে তা বিশ্বাস করে বোঝা মুশকিল। বর্তমানে প্রচার মাধ্যমের এটাই বিশেষত্ব। এমনভাবে যে কোন অসম্ভব জিনিসকে বাস্তব করে তোলাই এর কাজ।

একদেশের অর্থের সঙ্গে অন্য দেশের অর্থের বিনিময়

যদি এক দেশে অন্য দেশের সঙ্গে বানিজ্য করে একদেশের জিনিস কিনলে অন্যদেশ কীভাবে দাম মেটাবে এই সমস্যা থেকেই বিভিন্ন দেশের অর্থের বা কারেন্সির সম্পর্ক তৈরি হয়। এক দেশের ১টা মুদ্রক অন্যদেশের একটা মুদ্রার তুলনায় কত? এর অর্থই হল মুদ্রার বিনিময় হার। অর্থাৎ যদি আমেরিকার ১ ডলার কিনতে ভারতের ৮০ টাকা অর্থ রুপির প্রয়োজন তখন বলা হবে রুপির সঙ্গে ডলারে বিনিময় মূল্য ৮০। এইভাবে পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে প্রায় সব দেশের আলাদা আলাদা কারেন্সির বিনিময় হার স্থির হয়ে থাকে। তবে কীভাবে তা ঠিক হয়? অতীতে এভাবে করা হত, ধরুন কোনো এক দেশের কারেন্সি পাউন্ড তার একটার দাম ১০ গ্রাম সোনা। আবার ভারতের রুপির ১০ টার দাম ১০ গ্রাম সোনার সমান। তবে ১ পাউন্ডের রুপির দাম ১০ রুপি। অর্থাৎ অতীতে সোনার সঙ্গে তুলনা করে কারেন্সি ছাড়া হত।

কিন্তু কালক্রমে দেশের অর্থব্যবস্থা বড় হতে লাগল ব্যবসা বাণিজ্য বড় হতে লাগল. তাই সোনার যোগান সব দেশে প্রয়োজনমত না হওয়ায় অর্থের মূল্যের সঙ্গে সোনার সম্পর্ক রাখা সম্ভব হল না। এবছর কোন দেশ উন্নত হতে লাগল আবার অনেক দেশ অনুন্নত রয়ে গেল। তাই উন্নতদেশের মানুষ গরীব দেশের থেকে কেনার মত বেশি সামগ্রী পেল না। আবার অনুন্নত বা গরীব দেশের মানুষ কী দিয়েই উন্নত দেশের জিনিস কিনবে? কোথায় পাবে অত সোনা দামের সঙ্গে যুক্ত মুদ্রা। তাই এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল অচিরেই। এবং একটা দেশে অর্থের বিনিময় হার তৈরি হল সেই মুদ্রার চাহিদার ওপর। যদি ধরুন আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে জিনিসের চাহিদা বিশ্বে বাড়ে তবে ডলার বা পাউন্ড দিয়েই তো কিনতে হবে। তাই তাদের চাহিদা বাড়বে অর্থাৎ অন্যদেশের মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে।

কেন ভারতীয় মুদ্রার দাম কমছে ডলারের তুলনায়ঃ

ভারতের মুদ্রার দাম কয়েক মাস ধরে পড়ছে তার কারণ প্রথমত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেটা আমেরিকার দ্রব্যমূল্যের থেকে বেশি। যদি ভারতে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে তবে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। অর্থাৎ আমেরিকার ক্রেতা ভারতের জিনিস কিনতে গেলে ভারতের মুদ্রার তুলনায় রুপির দাম কমবে। কারণ রুপির দাম প্রদত্ত অর্থে বাড়ছে না। বেশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য হচ্ছে। যদি ভারত দ্রব্যের দাম একই রাখতে হয় আমেরিকার কাছে তবে রুপির বিনিময় মূল্য ডলারের তুলনায় কমে গেল।

দ্বিতীয়ত, ডলারের দাম বাড়ছে তার নিজের কারণেই যেখানে রুপির কোন কারণ নেই। আমেরিকাতে জাতীয় আয় বেড়েছে এবং সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে বহু বিনিয়োগকারীরা আমেরিকার সরকারি বন্ড কেনার জন্য আগ্রহী হচ্ছে। কারণ বন্ডের রিটার্ন ভাল এবং নিরাপদ। তাই ভারতে বিনিয়োগ কম করে আমেরিকায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে।

তৃতীয়ত, বহির্বিশ্বে যুদ্ধ ও অশান্তির কারণে বিভিন্ন দ্রব্যের আসা যাওয়া বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে অনিশ্চয়তা বাড়ছে বিভিন্ন দেশের অর্থ ব্যবস্থায়। এরকম সময়ে নিশ্চিত স্থান হিসাবে আমেরিকাতেও বিনিয়োগ বাড়ছে। তাই ডলারের দাম বাড়ছে।

চতুর্থত, ভারতের আমদানি তার রপ্তানির তুলনায় আরো বেশি হচ্ছে। তাই বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে এবং তার জন্যও ডলারের চাহিদা বাড়ছে এবং কমছে রুপির বিনিময় মূল্য।

তবে কী কী করা যেতে পারেঃ

প্রথমেই বুঝতে হবে এখানে আমেরিকার অর্থব্যবস্থার কারণে ডলারের দাম বাড়ছে। এছাড়া অন্যকিছু কারণও আছে। ভারতের উচিত মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এবং চেষ্টা করা যাতে বাণিজ্য ঘাটতি কম হয় তার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রুপির বিনিময় হার কিছুটা ধরে রাখতে বিদেশী মুদ্রার বাজারে গচ্ছিত ডলার বিক্রি করছে। এইভাবে ঘুরপথে রুপির মূল্য ধরে না রাখতে উপদেশ দিচ্ছেন বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। কারণ এভাবে ঘুরপথে রুপির দাম নিয়ন্ত্রণ করলে এটা ধরে রাখা যাবে না। রুপির দামের দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকবে।

তৃতীয়ত, অনেকেই মনে করছেন রুপির দামের পতন আরো কিছু হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ যদি প্রকৃতভাবে দেখা যায় তবে রুপির বিনিময় হার জোর করে বাড়ানো আছে। আসলে রুপির দাম আরো কম। হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৮% দাম এখনও বেশি আছে। এটা তাই বাজারের ওপর ছেড়ে রাখাই ভাল।

শেষে মনে রাখতে হবে ভারতে দ্রব্যমূল্য বাড়লে ডলারের দাম বাড়বে। ফলে ভারত যেহেতু বিশাল পরিমাণে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করে তাদের দাম বাড়বে। ফলে দেশের মূল্যবৃদ্ধি আরো হবে এবং রুপির দাম কমবে। তাই দেশের অর্থব্যবস্থাকে আরো ভাল করতে গেলে মানুষের কাজ বাড়াতে হবে এবং বাজারে চাহিদা বাড়াতে হবে।

বাজার পতনে আর্থিক ফল ভালো এমন শেয়ারে SIP করা যেতে পারে

জীবন চন্দ্র পাইন

বাজারের পরিস্থিতি টালমাটাল। অনেকটা পতন বাজার দেখলো। 2024-এর সেপ্টেম্বরে সেনসেক্স 8600-এর উপর ছিল তা থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাসে 76700 -র কাছে (10.74%) নীচে নামল। এই পতন নানা কারণে হলেও একটা কথা পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া যায় যে অর্থনীতি যদি খুব ভেঙে না পড়ে তাহলে এই পতন বাজারের পাশে খুব বেশি আশঙ্কাজনক নয়। 2004-এ লে ম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হওয়ার পর তাকে সাহায্য করতে গিয়ে আমেরিকার আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল হওয়ার কারণে আমেরিকার সহ সারা পৃথিবীর বাজারে মন্দা আসে। তারপর 2015 তে ব্রেক্সিট এবং চিনের মুদ্রা ইউনিয়নের অবমূল্যায়নের কারণে বাজারে ধস নামে। 2016 তে ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে অন্যুৎপাদক সম্পদের বৃদ্ধি এবং বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়া বিরাট পতন ডেকে এনেছিল। ওই বছরেই 500 টাকা এবং 1000 টাকা নোট বাতিলে বাজারে পতন এসেছিল। 2020 -র মার্চে করোনার প্রকোপ বিশ্বজুড়ে পতন এসেছিল। ওই বছরে 23 শে মার্চ একদিকে সেনসেক্স 3934 (13%) পয়েন্ট পড়েছিল। টি. সি. এস, ইনফোসিস, রিলায়েন্স, এসবিআই, এইচডিএফসি ইত্যাদির আর্থিক ফল ভালো। সামনে বাজেট, বেশ কিছু ভালো খবর বাজেটে আশা করা যাচ্ছে।

নীচে কিছু শেয়ার ও বিনিয়োগ ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হল।

উইন্ডলাস বায়োটেক (Windlas Biotech) : বর্তমান দাম 1042 টাকার কাছাকাছি। 1200 টাকার ওপরে গেছিল। বেশ কিছুদিন ধরে এই শেয়ারে কাজ হচ্ছে কিন্তু এতটা দৌড়ানো দেখা যায় নি। যা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। এটা ফার্মা শেয়ার। কিন্তু এটা একটি CDMO (Contact Development and Manufacturing Organisation) । ফার্মার CDMO খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় কোম্পানির কাজকর্ম বৃহৎ আকারে হয়। Phiger, Cadella, MK, Cenpi জাতীয় কোম্পানি। কোম্পানি কিছুদিন আগে buy back করেছে। credit rating খুব ভালো। কোম্পানি Top-10 CDMO এর মধ্যে অন্যতম। ঋণহীন কোম্পানি। স্বল্প মেয়াদে 1200 – 1250 টাকা বলছে। দীর্ঘমেয়াদে তো কোনও কথাই হবে না। বিনিয়োগে ধ্যান দিন। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

মাহিন্দ্রা ই পি C- ইরিগেশন (Mahindra EPC-Irrigation) : মাহিন্দ্রা গ্রুপের কোম্পানি। Agree Related Product তৈরি করে। গত তিন-চার বছর ধরে ভিতরে ভিতরে কাজ করছে। বাইরে তেমন প্রকাশ পায়নি। শেয়ারের দামেও তেমন গতি ছিল না। কিন্তু এখন এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ধীরে ধীরে। বর্তমান দাম 145 টাকা। হঠাৎ কিছুদিন ধরে এই শেয়ারে গতি এসেছে। 85 টাকা থেকে এই শেয়ার দৌড়োচ্ছে। কর্মকাণ্ড আগামীদিনে বাড়বে। মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারেন।

ম্যালকম ইন্ডিয়া (Mallcom India) : প্রায় 40 বছরের পুরোনো কোম্পানি। ফার্মা নয়, কিন্তু শরীরের বিভিন্ন অংশ protection-এর জিনিস তৈরির কোম্পানি। Hellmate, Eye-max ইত্যাদির বৃহদাকারে তৈরির কোম্পানি। সম্প্রতি তিন খানা বড় বড় প্ল্যান্ট (Plant) পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাটে এরা প্রতিস্থাপন করেছে। ভারতের বাইরেও এদের তৈরি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। টাকার অবমূল্যায়ণে মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এই রপ্তানিতে প্রবল। Distribution net mark খুব ভালো। সম্প্রতি কিছু কিছু ছোট ছোট কোম্পানিকেও অধিগ্রহণ করছে। বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিহেতু 1000 কোটি টাকার আয়ের লক্ষ্যমাত্র নিয়ে আগামী দিনে এগোচ্ছে। কোম্পানির Growth এবং Fundamental Base অনুযায়ী শেয়ারের দাম বেশি নয়। গত চার-পাঁচ বছরে 18% থেকে 20% বৃদ্ধি পেয়েছে আয়। গত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলও ভালো। 72% – 73% শেয়ার প্রোমোটারের হাতে আছে। বিভিন্ন Mutual-Fund-এ এদের শেয়ার আছে। বর্তমান দাম 1600 – 1650 টাকা। স্বল্পমেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে 1850 টাকা। আর দীর্ঘমেয়াদে 3000 টাকার লক্ষমাত্রা দিচ্ছে।

এছাড়াও 17 টাকা নীচে দেখিয়ে ইয়েস ব্যাঙ্ক 18 – 19 টাকার কাছে। নীচের দামে SIP করে যাবেন। দামে তেজ আসবে, শুধু ধৈর্যের দরকার। সদ্য IPO আসা Laxmi-Dental মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে ভালো রিটার্ন দেবে। Issue দাম 428 টাকা 114.24 গুণ বেশি আবেদন পরেছে এই শেয়ারের ইস্যুতে। অর্থাৎ চাহিদা প্রচুর আছে এই শেয়ারে। বাজার সংশোধনে বিনিয়োগ ভাবনা SIP-তে থাকবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বাজার ভালোরকম সংশোধন হল। ভালো ভালো শেয়ার নিচের দামে যারা কিনেছে তারা একটু ধরে রাখুন। আমেরিকা সহ ভারতের বাজারে তেজীভাব আসবে। তাছাড়া বাজেটের এই মরশুমে বাজারের ওঠানামা ভালো থাকবে। তার সুযোগ নেবেন।

কমোডিটি (Commodity) : ডলার সূচক প্রায় 110 টাকার কাছে গেল। সোনা রুপোতে ভালো সংশোধন সবাই আশা করেছিল। কিন্তু বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ-আতঙ্ক এবং আমেরিকার বাজার সহ পৃথিবীর অন্যান্য বাজারে ভালোরকম সংশোধন হওয়ায় সোনা-রুপোর দাম খুব নীচে এল না। বিশেষজ্ঞরা বলছে সোনা আবার একবার 80,000 টাকা বা তার উপরে যেতে পারে। 90,000 টাকার কাছে এলে রুপো কিনে খেলতে পারেন আর 78,000 টাকার কাছে এলে সোনায় বিনিয়োগ করলে উপরের দাম পেতে পারেন। সারা বিশ্বে শীতের প্রকোপ হেতু NG (Natural Gas) উপরের দিকে আছে। 360–380 টাকার কাছে এলে stop loss দিয়ে বেচে রাখতে পারেন। লাভবান হবেন। ক্রুড অনেকটা নীচের থেকে উপরে গেল। নিয়ে খেলাটা একটু Risk হতে পারে। উপরে stop loss দিয়ে বেচার কথা ভাবা উচিত।

আজ এই পর্যন্ত। খবরের ডালি নিয়ে আবার দেখা হবে আগামীতে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯/৯৮৫০১৩৬১৯৮

এক দেশ এক ভোট—গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা

পারিজাত বোস

গণতন্ত্র এখন একটি নতুন পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। 'এক দেশ এক ভোট'। এই ব্যবস্থায় কারা লাভবান হবে আর কাদের ক্ষতি হবে, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ১৭ ডিসেম্বর লোকসভায় বিল হিসেবে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবটি পাস করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদদের সমর্থন থাকা জরুরি। প্রস্তাবটি কার্যকর করতে হলে ভারতীয় সংবিধানে কিছু আবশ্যিক পরিবর্তনও দরকার। আসল কথা হল এই মুহূর্তে বিজেপি বা এনডিএ-র দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নেই। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোট এই বিলের বিরোধীতা করছে। ফলস্বরূপ, এই বিলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কিন্তু ভবিষ্যতে এটি আবার পরিবর্ধিত বা পরিমার্জিত সংস্করণে ফিরে আসবে না, তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।

'এক দেশ এক ভোট'-এর পেছনে দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌলিক কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশে একসঙ্গে লোকসভা এবং দেশের প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। স্বাধীনোত্তর সময়ে কিছু কাল লোকসভা এবং বিধানসভার ভোট একসঙ্গে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেটা আর সম্ভব হয়নি। কারণ রাজ্য বিধানসভাগুলো মেয়াদ শেষের আগে বিভিন্ন কারণে ভেঙ্গে যায়, ফলে সেসব রাজ্যগুলোর নির্বাচনের মেয়াদ আগে অথবা পিছিয়ে যায়। কোনও রাজ্যের বিধানসভা ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুনরায় নির্বাচন হওয়ার পর যে মন্ত্রিসভা গঠন হবে তারা পাঁচ বছরের মধ্যে যতটুকু সময় বাকি থাকবে ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারবে। একে বলা হচ্ছে অন্তবর্তী নির্বাচন।

এই বিলের স্বপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি রয়েছে। একসঙ্গে ভোট হলে প্রচুর পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে। উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে না। পাঁচ বছরে একবার ভোট হলে শেষের দু'বছর ভালো কাজের জোয়ার এনে ভোট চাইতে পারবেন ভোটপ্রার্থীরা। কিন্তু পাঁচ বছরের ব্যবধানে একাধিকবার ভোট হলে জনপ্রতিনিধিদের টানা ভালো কাজ করে যেতে হবে।

'এক দেশ এক ভোট' প্রস্তাবের ওপর সবচেয়ে বেশি আপত্তি রয়েছে আঞ্চলিক দলগুলোর। কারণ এরা সকলেই জোটবদ্ধ। দেখা গেছে রাজ্যে জোটবদ্ধ দল কেন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁরা বিরোধী পক্ষে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের ভোট পৃথক সময় হলে এটা ম্যানেজ হয়ে যায়। কিন্তু ভোট একসঙ্গে হলে অনেক আঞ্চলিক দল দ্বিচারিতার মধ্যে পড়বে। ফলে তাদের গুরুত্ব কমে যাবে। একইসঙ্গে প্রধান শাসক দল এবং প্রধান বিরোধীদলের কাছে আঞ্চলিক দলগুলোর গুরুত্ব মোটেই থাকছে না। ঘোড়া কেনা-বেচা সম্ভব হবে না।

একসঙ্গে ভোট হলে মানুষের কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। আলাদা ভাবে ভোট হলে সেই প্রবণতা হ্রাস পাবে। অনেক ভোটার রয়েছেন যারা কেন্দ্রের ভোটে যে দলকে ভোট দেন, রাজ্যে ভোট হলে তাদের যুক্তি পাল্টে যায়। অর্থাৎ এক সঙ্গে নির্বাচন হলে ভোটাররা দল দেখে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই দলকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে। অর্থাৎ লোকসভায় সর্বভারতীয় দলকে এবং বিধানসভায় আঞ্চলিক দলগুলোকে ভোট দেওয়ার প্রবণতা কমবে। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় দলগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বাড়বে। এবার বুঝে নিন 'এক দেশ এক ভোট'-এ লাভ কার বেশি? আঞ্চলিক দলগুলো দেশে গণতন্ত্রকে বিকশিত করার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করে। ফলে গণতন্ত্রও ক্ষতির মুখে পড়বে।

প্রিয় সম্পাদক

চাপ দিয়ে টাকা

বেশি রাতের (১১টা) মেট্রোতে যাত্রীদের বাড়তি দশ টাকা গুনতে হচ্ছে। বেশি রাতের মেট্রো কি বন্ধ করে দিতে চাইছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না বলে বেশ কয়েকবার অজুহাত দেওয়া হয়েছে। এরপর ১০.৪০ মিনিটে লাস্ট ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করা হয়। তবে যাত্রীদের চাপে সময় পরিবর্তন হয়ে হয় রাত ১১টা। দু-প্রান্ত থেকে দুটি মেট্রো চালাতে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছিল। যাত্রীদের কাছ থেকে আয় অনেক কম হচ্ছিল। সেকারণে ১০ টাকা সারচার্জ চাপানো হল। সারচার্জ আদায় করে ক্ষতিপূরণ কি সামাল দেওয়া যাবে?

পার্থ পাল, দমদম

প্রাথমিক শিক্ষা

পরিকাঠামোর দুর্বলতা এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবের ফলে জঙ্গল মহলের সাতটি জেলা বসবাসকারী মানুষের সন্তানরা প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। এটা পূর্বেও ছিল। একটি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ভৌগোলিক দূরত্ব, শিক্ষক

প্রিমিয়ামের উর্দ্ধগতি

চিকিৎসা খরচা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবীরা খরচ বাঁচাতে অনেকেই স্বাস্থ্যবিমার দিকে ঝুঁকছেন কয়েক বছর আগে হঠাৎ স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ার এক ধাপে অনেকটা বেড়ে যাওয়াতে অনেকেই স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প ছেড়ে দেন। এরপরে ১৮% জিএসটি লাগু হওয়াতে মানুষ আরও সমস্যার মধ্যে পড়েন। এই জিএসটি তুলে দেওয়ার জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছেন। এবার ফের বিমা সংস্থাগুলো আবার প্রিমিয়াম বাড়াতে থাকে। এবার হয়তো অনেকেই এই প্রকল্প ছেড়ে দেবেন। সম্প্রতি কেন্দ্রিয় সরকার জানিয়েছে, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে।

সমিত ভড়, ব্যারাকপুর

সংকট এবং ভাষাগত সমস্যা কিছুটা কমেছে। উল্লেখযোগ্য, এখানে মাওবাদীদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। বিশেষ করে এই অঞ্চলের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে শিশু শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জঙ্গলমহলে বেশি বেশি করে শিশু প্রাথমিক শিক্ষা নিতে শুরু করলে, এই অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা জারি থাকলে এই অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার, শোষণেরও মুক্তি ঘটবে।

সুস্মিতা ঘটক, ঝাড়গ্রাম

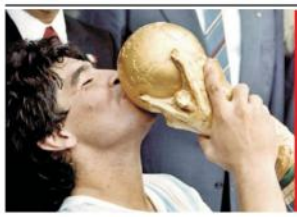

স্টেডিয়াম

অস্ট্রেলীয় ওপেনে অপ্রতিরোধ্য ম্যাডিসন

রানার্স আপ সাবালেঙ্কা এবং উইনার ম্যাডিসন

মেলবোর্ন-বিশ্বের এক নম্বর এবং ফেভারিট আরিনা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে দিলেন আমেরিকার ম্যাডিসন কিজ। এবার ট্রফি জিতলে হ্যাটট্রিক করতেন বেলারুশের সাবালেঙ্কা। এর আগে ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ পর পর তিনবার অস্ট্রেলীয় ওপেন জিতেছিলেন মার্টিনা হিঙ্গিস। উল্টে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে তালিকায় নিজের জায়গা করে নিলেন কিজ। ট্রফি জেতার পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি। অনেকেই ভাবতেই পারে নি কিজ এরকম একটা অঘটন ঘটিয়ে দেবেন। যদিও দুরন্ত ছন্দে ছিলেন সাবালেঙ্কা। জোরালো সার্ভিস এবং দুরন্ত রিটার্নে কিজ চাপে ফেলে দেন সাবালেঙ্কাকে। প্রথম সেট জেতেন কিজ। দ্বিতীয় সেটে ফিরে আসেন সাবালেঙ্কা। তৃতীয় সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ম্যাচ জিতে নেন কিজ।

ফিরতি ডার্বিতে বাগানের জয়

ডার্বিতে জেতার পর মোহনবাগানের জয়োল্লাস

নিজস্ব চিত্র- প্রত্যাশা অনুযায়ী ফিরতি ডার্বিতেও জিতল মোহনবাগান। তবে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল লড়াই চালিয়ে গেছে। রেফারিং নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন উঠেছে। ইস্টবেঙ্গলের মূল সমস্যা রক্ষণ নিয়ে। ইস্টবেঙ্গল কোচের মূল লক্ষ্য ছিল রক্ষণকে শক্তিশালী করে গোল খাওয়া আটকানো, এবারও হিজাজি দলকে বিপদে ফেলেছেন। তাঁর সামান্য ভুলেই ম্যাকলারেন গোল পেয়ে যান। আই এস এল-এর ডার্বিতে দ্রুততম গোলের নজির গড়ল এই অস্ট্রেলীয় বিস্ময়কাপার। ডার্বিতে গোলের সামান্য সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে ভুগতে হয়। প্রতিপক্ষ সাবধান হয়ে যায়। গৌহাটিতেও এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খেলার ৩৭ মিনিটের মাথায় সুযোগ পেয়েও ইস্টবেঙ্গল তা কাজে লাতে পারেনি। সৌভিক লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল লড়াই চালিয়ে গেছে। ৬৭ মিনিটে অবধারিত গোল বাঁচায় প্রভসুখন। এত করেও ইস্টবেঙ্গল জিততে পারল না, আই এস এলে টানা দশটি ডার্বিতে অপরাজিত সবুজ-মেরুন বাহিনী। ড্র একটিতে।

টেনিসকোর্টে দানিলের অভব্যতা

দানিল মেদভেদেভ

মেলবোর্ন পার্ক- মেজাজ ধরে রাখতে না পেরে টেনিস কোর্টেই র‍্যাকেট এবং ক্যামেরা ভেঙ্গে দিলেন দানিল মেদভেদেভ। ১৪ জানুয়ারি অস্ট্রেলীয় ওপেনের প্রথম রাউন্ডে পঞ্চম বাছাই। দানিলের খেলা ছিল। প্রথম সেটে জেতার পরে পরবর্তী দুটি সেট হেরে যাওয়ার কারণে কোর্টের ভেতরে র‍্যাকেট ভেঙ্গে দেন। ভেঙ্গে যায় নেটে লাগানো ক্যামেরাটিও। মেদভেদেভ অস্ট্রেলীয় ওপেনে তিনবারের ফাইনালিস্ট। চতুর্থ ও পঞ্চম খেলায় জেতেন তিনি।

গুকেশের লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- নতুন বছরের জন্য লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতের ডি. গুকেশ। নতুন পরীক্ষার জন্য নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখাটাই এখন তাঁর লক্ষ্য। একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'জীবনের সেরা মুহূর্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারা'। আজকাল তাঁর ভক্ত সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে উন্মাদনা। তিনি বলেন, 'আমি ধন্য'।

সানি ব্রাত্য

সিডনি- বর্ডার গাওস্কর ট্রফিতে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ডাকা হল না সুনীল গাওস্কারকে। মাঠেই উপস্থিত ছিলেন গাওস্কর। বিষয়টি দেখে তিনি হতাশ। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্কও। যাঁদের নাম এই ট্রফি নামাঙ্কিত, তাঁদের মধ্যে একজনকে ডাকা হল, অন্যজন বাদ। বিলম্বে হলেও দুঃখ প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা।

বুমরা মাসের সেরা

নিজস্ব চিত্র- আই সি সি-র ডিসেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার হলেন যশপ্রীত বুমরা। একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে দ্বিতীয়বার এই সম্মান পেলেন তিনি। জুনমাসেও সেরা ক্রিকেটার হয়েছিলেন। বর্ডার-গাওস্কার ট্রফিতে পাঁচ টেস্টে ৩২টি উইকেট নেন বুমরা। সিরিজে সেরা নির্বাচিত হন।

জ্যাকেট উন্মোচন

নিজস্ব চিত্র- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিখ্যাত সাদা জ্যাকেট উদ্বোধন করলেন পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার ওয়াসিম আক্রম। এমনই একটা ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে আই সি সি। ৫০ ওভারের এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। এই বিশেষ জ্যাকেটটি প্রতিযোগিতার জয়ী দলের ক্রিকেটারদের দেওয়া হবে।

বিচারপ্রার্থী

নিজস্ব চিত্র- আই এস এলে রেফারিদের ক্রমাগত ভুল শিকারের অভিযোগ করে আসছে ইস্টবেঙ্গল। এবিষয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে বহুবার রেফারির বিরুদ্ধে নালিশও জানিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। এতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। গৌহাটিতে গত ১১ জানুয়ারিতে আই এস এল-এর ফিরতি ডার্বিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে ১-০ হারের পর কোচ অস্কার ব্রুসো ম্যাচ রেফারি আর বেঙ্কটেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা এবার বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভাল খেলার পরেও যদি কোন দল হেরে যায় রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে তাহলে ফুটবলারদের মনোভাবের ওপর তার প্রভাব পড়ে।

অ্যাথলিটস কমিশনে তিন প্রতিভাধর

অঞ্জু ববি জর্জ জ্যোতির্ময়ী সিকদার নীরজ চোপড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি- অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (এএফআই) নতুন অ্যাথলিটস কমিশনে নিয়ে আসা হল এক ঝাঁক নতুন মুখ। কমিশনের চেয়ারপার্সন হলেন অঞ্জু ববি জর্জ। ২০০৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জয়ী লং-জাম্পার। তিনি আবার এ এফ আই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। কমিশনে রয়েছেন মোট ৯ জন। এর মধ্যে ছ'জন মহিলা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম জ্যোতির্ময়ী শিকদার। ১৯৯৮-এ ব্যাপক এশিয়ান গেমসে জোড়া সোনা জিতেছিলেন জ্যোতির্ময়ী সিকদার। বাকি চারজন মহিলা সদস্য হলেন ডিসকাস থ্রোয়ার কৃয়া পুর্ণিয়া, হার্ডলার এম ডি ভালসাম্মা, সিটপলচেজার সুধা সিং এবং রানার সুনীতা রানি। এঁরা সকলেই প্রাক্তন অ্যাথলিট। অ্যাথলিটস কমিশনে বাকি তিনজন পুরুষ সদস্যরা হলেন অলিম্পিক দু'বারের পদকজয়ী জ্যাভেলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। বাকি দু'জন হলেন স্টিপলচেজার অবিনাশ সাবলে এবং এ এফ আই-এর নতুন সভাপতি বাহাদুর সিং সাগু। উল্লেখ্য, ২০০২ এশিয়ান গেমসে শট পুটে সোনাজয়ী বাহাদুর আগের অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ফ্রান্সের দায়িত্ব ছাড়ছেন দেশঁ

প্যারিস- পরের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডায় হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা। প্রতিযোগিতা শেষ হলেই দায়িত্ব ছাড়তে চান ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ে দেশঁ। ফরাসি সংবাদমাধ্যমের মতে, দেশঁ-এর পরে ফ্রান্সের কোচ হওয়ার তালিকায় এগিয়ে রয়েছেন কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশঁ বলেন, '২০২৬ সালেই আমি দায়িত্ব ছেড়ে দেব' এটা নিয়ে আমার বেশি ভাবার কিছু নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিফার ক্রম তালিকায় আমার দল ফ্রান্স এখনও চুপ রয়েছে। ২০১২ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন বড় মাপের প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সকে সাফল্য এনে দেয় দেশঁ। কোচ এবং ফুটবলার হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবি রাখেন তিনি। ১৯৯৮ সালে দেশের মাটিতে ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন দেশঁ।

সিরিজ জিতল ভারতের মেয়েরা

একদিনের সিরিজে জয়ের মূল কারিগর জেমাইমা রদ্রিগেস।

নিজস্ব চিত্র- একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে জয় তুলে নিল ভারতের মেয়েরা। এই জয়ের মূল কারিগর জেমাইমা রদ্রিগেস। তিনি ৯১ বলে ১০২ রান করেছেন। একদিনের ক্রিকেটে প্রথম শতরান পেলেন জেমাইমা। পেরিয়ে গেলেন ব্যক্তিগত হাজার রানের গণ্ডিও। টসে জিতে ভারত প্রথম ব্যাট করতে নামে। প্রত্যাশিতভাবে মাচের সেরা হন জেমাইমা। রান তাড়া করতে নামা আয়ারল্যান্ডকে সবচেয়ে অস্বস্তিতে রাখেন অফস্পিনার দীপ্তি শর্মা। ইদানিং ভারতের মেয়েরা ক্রিকেটে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক মানের খেলার অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। ফলে অনেক কঠিন প্রতিপক্ষকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে দেশের মহিলা ক্রিকেটাররা।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী
অবৈতনিক শিক্ষা, বাসস্থান, আহার, চিকিৎসা এবং বিদ্যালয়ের পোষাক
হরনাথ হাইস্কুল
(গভর্মেন্ট স্পন্সরড ও আবাসিক)
৭৮, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১৬ ৮৫৭৯৩ / ৯৮৩০১ ৭৩৩০৪

সংগঠনের বিভিন অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষ মুহূর্ত

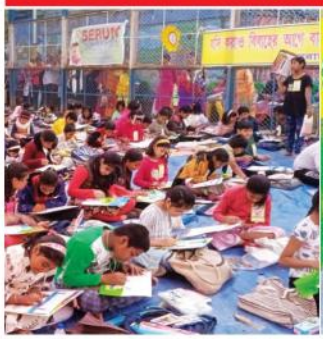
অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ভাবী শিল্পীরা

সঞ্চারী সেনাপতির আঁকা পুরস্কৃত ছবি

মৈনাক দাসের আঁকা পুরস্কৃত ছবি

সায়ন্তিকা কুণ্ডুর আঁকা পুরস্কৃত ছবি

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিউ ফোক এরা-র উপস্থাপনা

অঙ্কন প্রতিযোগিতার অনুসন্ধান অফিসে প্রতিযোগীদের ভিড়

আবৃত্তির বিচারকবৃন্দ

নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক

প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

হেদুয়া বিজ্ঞান মেলায় সংগঠনের স্টল

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) সন্দীপ মিল, ৩) শীলা নন্দী, ৪) শৈলেন পাল, ৫) মালঞ্চ সাহা , ৬) রুবী মণ্ডল, ৭) এস এস চন্দ্র, ৮) গোপাল সাহা, ৯) সুদীপা কর্মকার, ১০) বিবেকানন্দ ঘোষ, ১১) অশোক পাল, ১২) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১৪) সুকোমল দে, ১৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৬) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৭) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৮) নবনীতা পাল, ১৯) রণিতা মিত্র, ২০) কুহু চ্যাটার্জি, ২১) দেবশঙ্কর নন্দী, ২২) অদিতি বসু, ২৩) মিতালি পাল, ২৪) দেব পাল, ২৫) সৌমিত্র বসু, ২৬) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৭) আবীর চ্যাটার্জি, ২৮) সঞ্জয় সাহা, ২৯) আশীষ ভট্টাচার্য্য ৩০) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৩১) সেখ নাজিবুর রহমান, ৩২) তৃষা বসু, ৩৩) ঝর্ণা সাহা, ৩৪) অনুরাধা মণ্ডল, ৩৫) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৬) রীতা ধর, ৩৭) বৈজন্তী নন্দন, ৩৮) ইন্দ্রনীল ঘোষ, ৩৯) কণিকা বিশ্বাস, ৪০) সুনীতা মিত্র, ৪১) সীমা সাহা, ৪২) ঝুমা দে, ৪৩) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৪৪) স্বপন দে, ৪৫) অনিতা শর্মা, ৪৬) সোনাই সরকার , ৪৭) জয়দেব দে, ৪৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৪৯) অবন্তী পাল, ৫০) লীলাবতী মল্লিক, ৫১) রুমা চ্যাটার্জি, ৫২) কেয়া ঘোষ, ৫৩) সুরজিৎ দত্ত, ৫৪) মুনমুন হোড়, ৫৫) দিলীপ হোড়, ৫৬) সোমা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.